বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 31 JUL 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

1

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রন্থাগার

সফিকুর রহমান চৌধুরী

অদৃশ্য পূর্ব ধ্বংস স্তূপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিপুল সম্ভাবনাময় এই বাংলাদেশে দীর্ঘদিন পর কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। এটা গভীর আনন্দের বিষয় যে, সংস্কার ও উন্নয়নের বেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রটি প্রাধান্য লাভ করেছে। বস্তুত শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। যে দেশ যত বেশী শিক্ষিত সে দেশ ততো বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে শিক্ষা ক্ষেত্রটি লাভ করেছি তা বাস্তবে নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে ৪ স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এই স্তর চারটির মধ্যে মাধ্যমিক স্তরটি নানা কারণে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যা সাধারণের আয়ত্তাধীন। এটাই হচ্ছে বাস্তবে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন ও গড়নের বীজতলা।

জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনয়নে সরকার ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাজনীন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বায় বরাদ্দ, পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের হলেও একথা সত্য যে, কাড়ি কাড়ি টাকা এই খাতে খরচের পরও শিক্ষার মানের ক্রম নিম্নমুখী ধারায় আজ অবধিও কোন পরিবর্তন আসে নাই। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে যে বীভৎসতা ও নৈরাজ্যতা দেখা দিয়েছে তা প্রতিটি নাগরিককে তথা সমগ্র জাতিকে হতবাক, হতাশ ও উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। বাস্তবে বহুবিধ সমস্যা জর্জরিত এই স্তরটি জাতীয় জীবনে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার মানের ক্রম নিম্নমুখী ধারা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়া না করার একটি অদম্য মনোভাব, ছাত্র রাজনীতি ও অসমতা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণ ও স্কুলের বিশৃঙ্খল পরিবেশ।

পাঠ নয়, শিক্ষা নয়, জ্ঞান অর্জন নয়, সার্টিফিকেট সংগ্রহই হচ্ছে বর্তমানের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে ছাত্রদের বিরাট অংশ ছলে-বলে-কৌশলে, প্রয়োজনে অস্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার হলে অসৎ ও অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে নকলের বদৌলতে পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে প্রবল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দেশবাসী অসহায় হয়ে পড়েছে। জ্বালাও-পোড়াও, ধর-মার, মাথা ফাটাও তবু নকল কর ও পরীক্ষা পাস কর—এই নীতি আজ যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। বিলম্বে হলেও এবছর সরকার নকল প্রতিরোধে কঠোর ও কঠিন পদক্ষেপগ্রহণ করেছে। হলে নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী কর্মকর্তা ও অশিক্ষিত পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে, বাইরে শত শত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ফলে এবছর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় নকল বহুলাংশে প্রতিরোধ করা হয়েছে। নকল রোধ করার লক্ষে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও আজ অবধি শিক্ষার মানের উন্নতিকল্পে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। শিক্ষার পরিবেশ দূষণমুক্তকরণ ও শিক্ষার মান উন্নয়ন আজ একটি অতি অবশ্যকরণীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার মান সমস্যা কমবেশ সকল দেশেই দেখা দিয়েছে। সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পন্থা, পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। গৃহীত ও প্রয়োগকৃত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে স্কুলের গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার নিয়মিত বহুল ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ট্রাভেলাইন বলেন যে, শিক্ষার মান উন্নয়নের যুদ্ধ কমবেশী সকল স্কুলেই আরম্ভ হয়েছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সকল অস্ত্রের মধ্যে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম অস্ত্র হচ্ছে স্কুল গ্রন্থাগার। স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন বলেন যে, কোন স্কুলে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষটি হচ্ছে গ্রন্থাগার কক্ষ। যদি এই কক্ষটিতে অধিক সংখ্যক ভাল বাছাইকৃত বই থাকে এবং এগুলি বহুলভাবে ব্যবহার হয় তবে তুমি এব্যাপারে নিশ্চিত হতে পার যে, এখানে ভাল লেখাপড়া হয়।

চলবে